122

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

রুবেল হত্যা ও ক্যাম্পাস

মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালিয়ে রাজধানী ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর মেধাবী ছাত্র রুবেলকে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রমনা পুলিশ তাকে হত্যার অভিযোগে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পাঁচ পুলিশকে সাসপেন্ড ও গ্রেফতার করেছে। অমানুষিক পুলিশী নির্যাতনে এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সিদ্ধেশ্বরী, মৌচাকসহ রাজধানীর সকল মহলে ধিক্কার, নিন্দা, ঘৃণা, প্রতিবাদ, বিক্ষোভমিছিলের ঝড় বয়ে গেছে। এদিকে দেশের বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ছাত্রদের মধ্যে এখন উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দু'গ্রুপ মুখোমুখি। বৃহস্পতিবার দু'গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়েছে। পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতারও করেছে। ছাত্রদলে কোন্দল খুবই মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এমন গুজবও ছড়িয়েছিল যে, বিএনপি নেত্রী মাসখানেকের জন্য ছাত্রদলের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েকদিন ধরেই ছাত্রলীগ-ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র সংঘাত চলছে। বৃহস্পতিবারও ক্যাম্পাস ছিল রণক্ষেত্র। অন্যদিকে, পুলিশী হেফাজতে এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র শামীম রেজা রুবেল নামে এক ছাত্রের মৃত্যু ঘটেছে খোদ রাজধানী ঢাকা শহরেই। পঁচিশ বছর বয়সী তরুণটিকে বৃহস্পতিবার গোয়েন্দা পুলিশ সংজ্ঞাহীন অথবা মৃত অবস্থাতেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, তার দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রহারের চিহ্ন রয়েছে। রমনা থানায় একটি এজাহার দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিশেষ দল সিদ্ধেশ্বরী এলাকা থেকে রুবেলকে সন্ত্রাসী সন্দেহে গ্রেফতার করে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত রুবেলকে গোয়েন্দা পুলিশ তাদের অফিসে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে নানারকম নির্মম ও মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতনও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ আছে এবং ভয়ে সে স্বীকার করেছিল যে, তার কাছে অস্ত্র আছে। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী নিউ সার্কুলার রোডে তাদের বাসায় তাকে নিয়ে গেলে সে পুলিশকে বলে, নির্যাতনের ভয়েই সে পুলিশকে বলেছে তার কাছে অস্ত্র আছে, আসলে তার কাছে কোন অস্ত্র নেই। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায়, এরপর পুলিশ নাকি তার বাসার ও আত্মীয়দের সামনেই তাকে আবার মারধোর করে এবং জোরে তার মাথাটা দেয়ালে কিংবা লাইটপোস্টে ঠুকে দেয়। তারপর তাকে কোমরে দড়িবাঁধা অবস্থায় মাটিতে ফেলে টেনে-হিঁচড়ে পুরো গলিপথ পেরিয়ে রাস্তায় দাঁড় করানো জিপগাড়িতে ছুঁড়ে দিয়ে আবার ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। তার আত্মীয়রা সেখানে ছুটে গেলেও তার অবস্থা তাকে জানানো হয়না। তাকে দেখতেও দেয়া হয়না। পরে তার আত্মীয়রা হাসপাতালে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় পান।

রুবেলের মৃত্যু নিয়ে নানান জল্পনা হয়েছে ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জীবনের নিরাপত্তা বলতে কিছুই কি সমাজে থাকবে না! রুবেলের মৃত্যু কি সাধারণ মৃত্যু? পুলিশ হেফাজতে যাওয়ার আগে কি সে অসুস্থ ছিল? পুলিশ একে 'দুর্ঘটনা' বলেছে। তার দেহে প্রহারের চিহ্ন ছিল কেন? যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পড়তো, সেখানে ছাত্র-রাজনীতি নেই। সন্ত্রাস হতে শোনা যায়নি। মেধাবী ছাত্র হিসাবেও তার সুনাম ছিল। কাজেই অস্ত্র রাখার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতনের হেতুটাও এখন বের করা প্রয়োজন। পুলিশকে কেউ প্ররোচিত করেছিল কিনা সেটাও জানা দরকার। পুলিশের উচ্চতর মহল বিষয়টি জানতে চাইলে পারবে না, এমন নয়।

নির্যাতনের অভিযোগ সত্যি হলে বুঝতে হবে বাংলাদেশের পুলিশ এখনও ঔপনিবেশিক চরিত্র ছাড়তে পারেনি। আইন প্রয়োগের নামে সেইরকমই নির্যাতক-নিপীড়ক রয়ে গেছে। যে কোন সচেতন, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকই চান সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ। কিন্তু সন্ত্রাস দমনের নামে অভিযোগ প্রমাণের আগেই যদি নির্যাতন করে কোন গ্রেফতারকৃতকে হত্যা করা হয়, তাহলে আইন প্রয়োগকারীদের অধিকারের সীমা ও বিধিবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেই। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বৃহত্তম আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ নতুন নয়। পুলিশী হেফাজতেও ইতোপূর্বে বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে। বহুক্ষেত্রে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমালোচনাও হয়েছে, সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তেও দেখা গেছে। সরকারের উচ্চতর মহল থেকে মানবাধিকার রক্ষা অথবা পুলিশের মানোন্নয়নের কথা বলাও হয়েছে। কিন্তু পুলিশী চরিত্রের তাতে গুণগত কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়না।

পুলিশের ভূমিকা সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত ২২ জুলাই যখন ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া চলছিল, তখন পুলিশ 'নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল বলেও অভিযোগ আছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও দিনের পর দিন সশস্ত্র সংঘাত চলছে কিন্তু কার্যকর কোন পুলিশী ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।

কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসমূহে সন্ত্রাস বন্ধ এবং তরুণদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে হলে রাজনীতি ও্যু নয়, প্রশাসনেও সংস্কারও প্রয়োজন। বিশেষত আইনের অপপ্রয়োগ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন যেন না হয়, নিরীহ মানুষের যেন নির্যাতন ভোগ ও মৃত্যুবরণের দুর্ভাগ্য না হয় এবং চিহ্নিত অপরাধীরাও যাতে আইনের চোখ এড়াতে না পারে, সে রকম সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন।